

নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী মূলনীতি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৭। আহুতদের বিধান (أحكام المدعوين)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

গ. আল্লাহর দিকে আহ্বানের ক্ষেত্র (ميادين الدعوة إلى الله)

সকল স্তরের মানুষই আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মুখাপেক্ষী।

১। কাফের ও মুশরিকদেরকে ইসলামে প্রবেশের এবং কুফর থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য দাওয়াত দিতে হবে। আর ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মত আরো যাদের চিন্তা-চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের প্রত্যেককেই কাফের-মুশরিকদের সাথে দাওয়াতে সম্পৃক্ত করা হবে।

২। ছহীহ দ্বীনের ছহীহ বিধান বর্ণনার মাধ্যমে বিদআতীদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে হবে, যাতে তারা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে এবং দ্বীনের উত্তম অনুসারী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে।

৩। পাপী ও চরিত্রহীন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর বড়ত্বের উপদেশ দানের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর মর্যাদা উপলব্ধি করে। তাঁর নেয়ামত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে, যাতে তারা তাঁর শুকরিয়া আদায় করে। তার সীমাহীন রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর নিকট (তাওবা) ফিরে আসে। দাওয়াত দিতে হবে জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত করে, যাতে তারা তাঁর আনুগত্য করে এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে, যাতে তারা তাঁর অবাধ্য না হয়।

৪। ইবাদতশারীগণও দাওয়াতের মুখাপেক্ষী, যাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আমল সুন্দর হয়, অন্যকে দাওয়াত দানে তারা যেন উৎসাহিত হয়। এতে তারা নিজে সংশোধিত হওয়া এবং অন্যকে সংশোধিত করার উভয় বৈশিষ্ট্যেরই সমন্বয় করতে পারবে।

৫। আলেমগণও দাওয়াতের মুখাপেক্ষী, যাতে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে পারেন এবং মানুষের মাঝে তাদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পারেন।

৬। মুসলিম জনসাধারণকেও আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে হবে, যাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আমল সুন্দর হয় এবং তাদের পাপের জন্য তাওবা করে। আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দান, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ, উপদেশ দান, কল্যাণ কামনা এবং সঠিক পথ প্রদর্শন এ কাজগুলো থেকে মুমিন, কাফের, আনুগত্যকারী, অবাধ্য, আলেম, জাহিল (অজ্ঞ) কেউই অমুখাপেক্ষী নয়। প্রত্যেকেই তাদের অবস্থা অনুপাতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে এবং অবস্থানুযায়ী সকলকেই দাওয়াত দিতে হবে।

১। আল্লাহ তাআলা বলেন:

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ] [فاطر: 15]

‘হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত’ (সূরা ফাতির: ১৫)।

২। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [يوسف: 108]

‘বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ (সূরা ইউসুফ: ১০৮)।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9337>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন